Acc. No. 226 **Shelf No.** A 1 4 L 4

Title Tāraka Brahma Nāma
SubTitle

Role Author | Editor | Comment. | Transl. | Compiler ✓ |

Lalitlal Ghosa Bhaktivilasa

Edition

Publisher compiler

Place Mayapur **Year** 1917 **Ind.Yr.** Cai 431

Lang. Bengali **Script** Bengali

Subject

P.T.O. ➡

Digitized at BRCindia.com

226

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীতারকব্রহ্ম নাম।

শ্রীগৌরদাস

শ্রীললিত লাল ঘোষ ভক্তিবিলাস

কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

মধুসূদন ৪৩১ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

প্রাচীন নবদ্বীপ

শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীমায়াপুর।

বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

কৃষ্ণনগর হাই ষ্ট্রীটস্থ শ্রীভাগবত যন্ত্রে

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র হালদার দ্বারা মুদ্রিত।

Digitized at BRCindia.com

ভূমিকা।

আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই, সহজীয়া প্রভৃতি কুপন্থা প্রচারকগণের দুষ্ট মতের প্রাবল্যে জগতে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। নিরীহ কৃষ্ণভজনেচ্ছুগণ যাহাতে সাধুশিক্ষা সহজে অবগত হইতে পারেন এতদুদ্দেশে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে প্রকাশিত হইল।

যাঁহার কৃপায় কৃষ্ণলীলা যে জড়াতীত তাহা বুঝিয়াছি এবং ব্রহ্ম, আত্মা, নারায়ণ, কৃষ্ণ উপাসনার পার্থক্য বুঝিয়াছি এবং জড়রস ভাবনা ত্যাগ করিয়া চিদ্রস ভাবনার সহিত নাম করিলে ভাবের ও ক্রমে ভাব হইতে প্রেমের উদয় হয় বুঝিয়াছি সেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জয়যুক্ত হউন। আমি একজন মূর্খ ও জ্ঞানহীন হইলেও সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাঁহার প্রেরণায় শ্রীবাস অঙ্গনের উন্নতির জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা করিতে সাহসী হইয়াছি সেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জয় যুক্ত হউন।

এই তারক ব্রহ্মনাম লিখিবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শতনাম স্তোত্র দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিলাম।

আমি আনন্দের সহিত স্মরণ করিতেছি যে বাঁকুড়া জিলায় সাহাড়জোড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত নিলমণি সিংহ ভক্তি-নিধি মহাশয় আমাকে নাম সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন তাঁহার পরামর্শে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছি।

Digitized at BRCindia.com

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

তারকব্রহ্ম নাম।

মঙ্গলাচরণ।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শতনাম স্তোত্র।

জয় শচীর নন্দন, কলি জীবের তারণ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরহরি।
তৈর্থিক ব্রাহ্মণ-ত্রাতা, চৌরদ্বয় পরিত্রাতা,
কন্যাগণ নৈবেদ্যাপহারী॥
লক্ষ্মীপ্রিয়া বর দাতা, দিগ্বিজয়ী পরিত্রাতা
পূর্ব্ববঙ্গে নাম প্রচারক।
তপন মিশ্রের ত্রাতা, বিষ্ণুপ্রিয়ার ভরতা,
প্রেত-ক্ষেত্রে পিণ্ড-প্রদায়ক॥
রাধা ভাব প্রচারক, ষড়্ভুজ মূর্ত্তিধারক,
মুরারির রামস্তব শ্রোতা।
শ্রীবরাহ রূপধারী, মুকুন্দের দণ্ডকারী,
সব ভক্তগণ স্তব শ্রোতা॥
জগাই মাধাই ত্রাতা, যবনের পরিত্রাতা,
নারায়ণী প্রেম প্রদায়ক।
মৃত মুখে তত্ত্ব শ্রোতা, গোপীভাবে অধিষ্ঠাতা,
ভাবদুষ্টে দণ্ড প্রদায়ক॥
পাপীজন পরিত্রাতা সন্ন্যাস ধর্ম্ম গৃহীতা,
বৃন্দাবন গমন লালস।

Digitized at BRCindia.com

শান্তিপুরে নৃত্যকারী' মাতা হাতে ভিক্ষাহারী,
মাতৃ আজ্ঞা সুপ্রতিপালক ॥
ক্ষীরচোরাখ্যান শ্রোতা, গোপালের তত্ত্ব জ্ঞাতা
শিবলিঙ্গ দর্শন লালস।
দণ্ডভঙ্গে ক্রোধাবিষ্ট, চিত্ত জগন্নাথাবিষ্ট,
স্পর্শী মহাপ্রেমের প্রকাশ ॥
সার্ব্বভৌম পরিত্রাতা, বাসুদেব ব্যাধি হর্ত্তা,
রামানন্দ মুখে তত্ত্ব শ্রোতা।
বেঙ্কটে ভক্তির দাতা, গোপালের চিত্ত হর্ত্তা,
গীতা পাঠী বিপ্র পাঠ শ্রোতা ॥
বৌদ্ধ জৈন ত্রাণ কর্ত্তা, দাক্ষিণাত্যে ভক্তি দাতা,
দরশে পরশে পাপ হন্তা।
ব্রহ্ম সংহিতা গৃহীতা, কর্ণামৃত লাভকর্ত্তা,
যোগী সন্ন্যাসীরে প্রেমদাতা ॥
কাশীমিশ্র গৃহবাসী, রথাগ্রে নৃত্য প্রয়াসী,
শ্রীপ্রতাপরুদ্র ত্রাণ কর্ত্তা।
শ্রীব্রজ গমনোৎসুক, ম্লেচ্ছে ভক্তি প্রদায়ক'
জনগণোৎকণ্ঠা নিবারক ॥
দেবানন্দ দোষ হন্তা, রূপ সনাতন ত্রাতা,
গৌরীদাসাভিলাষ-পূরক।
বৃন্দাবন যাত্রাকারী, পশুপক্ষী চিত্তহারী,
বৃন্দাবনে প্রেমোন্মত্ত চেতা ॥
বলভদ্র বাক্য শ্রোতা, রূপানুজে ভক্তিদাতা,
সনাতনে প্রেমভক্তি দাতা।

Digitized at BRCindia.com

তারকব্রহ্ম নাম।

মায়াবাদ খণ্ডনক, গোপে ভক্তি প্রদায়ক,
প্রকাশানন্দের শিক্ষাদাতা॥
স্ত্রী সম্ভাষী দণ্ড দাতা, নীচ দ্বারা শিক্ষা দাতা,
নিন্দুক অমোঘে প্রেমদাতা।
বহির্ম্মুখ গোষ্ঠীত্যাগী, অন্তরঙ্গ সঙ্গাস্বাদী,
অপরাধী জনে ভক্তি দাতা॥
সনাতন কণ্ডু হর্ত্তা, গোপীনাথ ত্রাণ-কর্ত্তা,
জগদানন্দের ক্রোধ হন্তা।
শ্রীমূর্ত্তি দর্শনাবিষ্ট, বৃদ্ধা প্রতি ক্ষমানিষ্ঠ,
গোবিন্দের ভর্ৎসন বারক॥
ভক্তের সম্মান দাতা, ইতরে উপেক্ষা কর্ত্তা
স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ নিবারক।
প্রেমে শ্লথ সন্ধিধারী, মুখ ঘসি রক্তকারী,
কূর্ম্মমত হস্তপদ যুত॥
চটকাদ্র্যে গোবর্দ্ধন, ভ্রমে কৃষ্ণ দরশন,
হৃদে কম্প সত্ত্ব মোহ প্রাপ্ত।
গৌড়বাসী সব বন্ধু, করুণ উৎকল বন্ধু,
তত্ত্ব বুদ্ধি পাশ্চাত্যের গতি॥
বর্ণাশ্রম উপদেষ্টা, সন্ন্যাসাশ্রমের ত্রাতা,
গম্ভীরায় বিপ্রলম্ভ মতি।
চব্বিশ বৎসর ঘরে, গৃহ ত্যজি কৃষ্ণ স্মরে,
ততকাল লোকশিক্ষা দিলা॥
শেষে গোপীনাথ দেহে, অথবা গুণ্ডিচা গেহে,
নিজেচ্ছায় বিগ্রহে পশিলা।

Digitized at BRCindia.com

আত্মপরিচয়।

মনুষ্য ভগবানের দাস। ভগবানের সেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য। আয়ু শতবর্ষ ধরা গেলেও যে সময়টীতে ভগবানের সেবা হইল না, সেই সময়টী বৃথায় গেল জানিতে হইবেক। দিবা অর্থচেষ্টায় অতিবাহিত হইল, রাত্রি নিদ্রায় গেল। ভগবানের সেবা কখন করিলাম।

আমি জীবনের পুনরালোচনা করিয়া দেখিতেছি যে জীবনটী বৃথায় নষ্ট করিয়াছি। সাক্ষাৎ ভাবে বা ব্যতিরেক ভাবে কেবল মায়ার সেবাই করিয়াছি। পঠদ্দশাতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা হওয়ায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত নিরাকার ব্রহ্মের অনুশীলন করিয়াছিলাম। বৈষ্ণব ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা হওয়ার প্রধান কারণ তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবের সঙ্গ প্রাপ্ত হই নাই। কেবল আউল, বাউল, দরবেশ, কর্ত্তাভজা ও আকড়াধারী বাবাজীদের অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং অধর্ম্ম আচরণ দেখিয়া মনে করিলাম যদি বিষ্ণু উপাসকদের এইরূপ পরিণাম তবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম নির্দ্দোষ নয়। সেই সময় কোন ব্রাহ্ম আচার্য্যের সঙ্গ হওয়ায় এবং কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা পাঠ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। তাহাতে আমার নৈতিক কিছু উন্নতি হইয়াছিল কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান কিছুমাত্র হয় নাই। শেষ শ্রীযুক্ত পূজনীয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দর্শনে এবং তাঁহার উপদেশ ও সেবায় তাঁহার পুস্তক পাঠে বৈষ্ণবধর্ম্ম যে জীবের নিত্যধর্ম্ম এবং শ্রীকৃষ্ণের চরিত যে অপ্রাকৃত তাহা বুঝিলাম। তথাপি সংসার সেবায় দিন যাপন করিতাম। ১৩১৯ সালে মাঘ মাসে, শ্রীপঞ্চমী দিনে শ্রীবাস অঙ্গন দর্শনাবধি আমার মনের বৈরাগ্য হইল এবং শ্রীবাস অঙ্গনের সেবায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। ১৩২০ সালের মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর ২।১ দিন পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর

Digitized at BRCindia.com

ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধও লিখি। শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে উপদেশ পাইয়াছি তাহা হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি এবং তারকব্রহ্ম নাম সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতেছি মনুষ্যের ধর্ম্মভাবের যেরূপ অধিকার হইয়াছে, যুগে যুগে ভাবে-রও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভাব জীবহৃদয়ে একেবারে উদয় হয় নাই; ক্রমে শান্ত, তার পর দাস্য, তার পর সখ্য, তার পর বাৎসল্য, তার পর মধুর রসের উদয় হইয়াছে। ইহা তারকব্রহ্ম নাম সুষ্ঠুরূপে বিচার করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেক যুগের তারকব্রহ্ম নাম আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

সত্যযুগের তারকব্রহ্ম নাম যথা

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরাগতিঃ।

ইহার ভাব এই যে বিজ্ঞান, ভাব, মুক্তি ও চরমগতি এই সমস্ত বিষ-য়ের আস্পদ নারায়ণ। ঐশ্বর্য্যগত পরব্রহ্মের নাম ভগবান নারায়ণ। বৈকুণ্ঠ ও পার্ষদ সকলের কথা যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছেন তাহাতে ভগবানের ঐশ্বর্য্য ভাবেরই উপলব্ধি হয়। এই মন্ত্রে শান্ত রস ও কিয়ৎ-পরিমাণে দাস্য রসের উদয় দেখা যায়।

ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্ম নাম।

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মুধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

এই মন্ত্রটীতে যে সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে ঐশ্বর্য্যগত নারায়ণের বিবিধ বিক্রম সূচিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ দাস্য রসাত্মক ও কিয়ৎপরিমাণে সখ্যের আভাস প্রকাশ করিতেছে।

Digitized at BRCindia.com

দ্বাপর যুগের তারকব্রহ্ম নাম।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

ইহাতে যে সকল নামের উল্লেখ আছে তাহাতে নিরাশ্রিত প্রাকৃত বদ্ধাভিমানী জনের আশ্রয়রূপ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে। ইহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই চারিটী রসের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়।

কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এইটী সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যপর নাম। ইহাতে কোন কর্ম্মজ্ঞানাদির আবরণ নাই অন্য বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া এই নামকীর্ত্তন করিলে প্রেমের উদয় হয়। মূল প্রবন্ধে তাহার কথাই আছে। অতএব ভাই সব যদি ভগবানের চরণে রতি, চাও যদি প্রেম চাও তবে এই প্রবন্ধের লিখিত উপদেশ সকল হৃদয়ে ধারণ করিয়া সাধনা কর। ঐগুলি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণী অতএব বেদবাণী। পরীক্ষা করিলে ইহার সত্যতা বুঝিতে পারিবে।

হরিনাম।

হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার।
ইহা বই কলিকালে গতি নাই আর ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই তারক ব্রহ্ম নামে জীবাত্মার সহিত কৃষ্ণের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে

Digitized at BRCindia.com

তাহাই প্রকাশ করিতেছে ইহাতে ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশক বা ভয় প্রদর্শক কোন ভাব নাই। কেবল মাধুর্য্যভাব প্রকাশক যে সম্বন্ধ আছে তাহাই প্রকাশ করিতেছে।

সদ্ধর্ম্মের উদয় করাইবার জন্য যাহাদের দৃঢ়মতি আছে তাহাদের শীঘ্রই অভীপ্সিত সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়।

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥
তুলসীকাষ্ঠঘটিতৈর্মণিভির্জপমালিকা।
সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বেষামীপ্সিতার্থফলপ্রদা॥
গোপুচ্ছসদৃশী কার্য্যা যদ্বা সর্পাকৃতিঃ শুভা।
তর্জ্জন্যা ন স্পৃশেৎ সূত্রং কম্পয়েন্ন বিধূনয়েৎ॥
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমধ্যঞ্চ পরিবর্ত্তং সমাচরেৎ।
ন স্পৃশেৎ বামহস্তেন করভ্রষ্টং ন কারয়েৎ॥
ভুক্তৌ মুক্তৌ তথা স্পৃষ্টৌ মধ্যমায়াং জপেৎ সুধীঃ॥

তুলসীকাষ্ঠের কিম্বা মণির জপমালা করিতে হইবে। গোপুচ্ছ বা সর্পাকৃতি করিয়া একধার মোটা ক্রমে সরু করিয়া গ্রন্থন করিতে হইবে। প্রত্যেক মালায় মালায় স্পর্শ না হয় এজন্য দুই মালার মধ্যে একটী গ্রন্থি দিতে হইবে। তর্জ্জনী দ্বারা সূত্র স্পর্শ করিবে না। জপিবার সময় কম্পনকিম্বা ঝাকার দিবে না। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বের মধ্যভাগ দ্বারা মালা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। বাম হস্তে মালা স্পর্শ করিবে না; কোন প্রকারে করভ্রষ্ট করিবে না। ভুক্তি বা মুক্তি স্পৃহা মনে যেন স্থান না পায়, মধ্যমায় জপ করিতে হইবে।

মনকে সংযম করিতে হইবে। অন্তর বাহ্য শুদ্ধ রাখিতে হইবে। মৌন

Digitized at BRCindia.com

অর্থ। কথা কহিবে না। মন্ত্রার্থ চিন্তা করিতে হইবে। জপের সম্পত্তি পাইবার জন্য ব্যগ্র হইবে না।

মনঃ সংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থচিন্তনং।
অব্যগ্রত্বমনির্ব্বিণ্ণং জপসম্পত্তিহেতবঃ॥

জপের সম্পত্তি যথা। ১ হরি, ২ কৃষ্ণ, ৩ রাম, প্রত্যেকের অর্থ॥

হরি। ভগবৎ তত্ত্ব জড় নয়, চিদ্‌ঘনানন্দ বিগ্রহ ইহা জানাইয়া যিনি অবিদ্যা হরণ করেন তিনিই হরি।

কৃষ্ণ। আনন্দময়ী রাধা কৃষ্ণের মন হরণ করেন, কৃষ্ণ রাধার মন হরণ করেন। কমললোচন শ্যাম আনন্দময়ী রাধার কান্ত। গোকুলের আনন্দনন্দ তাহার নন্দন।

রাম। রসিক শিরোমণি লীলাময় মূর্ত্তি রাম। সর্ব্বদা রাধিকার সহিত রমণ করেন।

হরি। বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্‌ঘনানন্দবিগ্রহং।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ॥

হরা। হরতি শ্রীকৃষ্ণ মনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা॥

কৃষ্ণ। আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমল-লোচনঃ।
গোকুলানন্দবৃদ্ধেস্তু কারণং কৃষ্ণ উচ্যতে॥

রাম। বৈদগ্ধিসারসর্ব্বস্ব মূর্ত্তিলীলাধিদৈবতং।
রাধিকাং রময়ন্ নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে॥

ভয়শূন্য হইয়া দিবারাত্রি নাম জপ করিতে হইবে। বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া শান্তমনে মিতভোজী হইয়া নিজের লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি ভগবানে মন অনুরক্ত না হয় তথাপি নির্লজ্জ হইয়া নাম পাঠ করিতে করিতে নামে রতি হইবে।

Digitized at BRCindia.com

নক্তং দিবা চ গতভীর্জিতনিদ্র একো
নির্ব্বিণ্ণ ঈক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ।
যদ্যচ্যুতে ভগবতি সমনাঃ ন সজ্জেৎ
নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেৎ বিলজ্জঃ॥

শ্রীশ্রীনামার্থ।

১। হে হরে মাধুর্য্যগুণে, হরি লবে নেত্র মনে,
মোহন মূরতি দরশাই।
২। হে কৃষ্ণ আনন্দ ধাম, মহা আকর্ষক ঠাম,
তুয়াবিনে দেখিতে না পাই॥
৩। হে হরে ধরম হরি, গুরুভয় আদিকরি,
কুলের ধরম কৈলে দূর।
৪। হে কৃষ্ণ বংশীর স্বরে, আকর্ষিয়া আনি বলে,
দেহ গেহ স্মৃতি কৈলে দূর॥
৫। হে কৃষ্ণ কর্ষিতা আমি, কেঞ্চুলি কর্ষহ তুমি,
তা দেখি চমক মোহে লাগে।
৬। হে কৃষ্ণ বিবিধ ছলে, উরোজ কর্ষহ বলে,
স্থির নহ অতি অনুরাগে॥
৭। হে হরে আমারে হরি, লৈয়া পুষ্প তল্পোপরি,
বিলাসের লালসে কাকুতি।
৮। হে হরে গোপত বস্ত্র, হরিয়া সে ক্ষণমাত্র,
ব্যক্ত কর মনের আকুতি॥
৯। হে হরে বসন হর, তাহাতে যেমন কর,
অন্তরের হার মত বাঁধা।

Digitized at BRCindia.com

১০। হে রাম রমণ অঙ্গ, নামা বৈদগাধি রঙ্গ,
প্রকাশি পুরহ নিজ সাধা ॥
১১। হে হরে হরিতে বলি, নাহি হেন কুতূহলি,
সবার সে বাক্য না রাখিলা।
১২। হে রাম রমণ রত, তাহে প্রকটিয়া কত,
কি রস আবেশে ভাসাইলা ॥
১৩। হে রাম রমণ প্রেষ্ঠ, মম রমণীয় শ্রেষ্ঠ
তুয়া সুখে আপনি না জানি।
১৪। হে রাম রমণ ভাগে, ভাবিতে মরমে জাগে,
সে রস মূরতি তনু খানি ॥
১৫। হে হরে হরণ তোর, তাহার নাহিক ওর,
চেতন হরিয়া কর ভোর।
১৬। হে হরে আমার লক্ষ্য, হর সিংহ প্রায় দক্ষ,
তোমা বিনা কেহ নাহি মোর ॥
তুমি সে আমার জ্ঞান, তোমা বিনা নাহি আন,
ক্ষণেকে কলপশত যায়।
সে তুমি আনত গিয়া, রহ উদাসীন হৈয়া,
কহ দেখি কি করি উপায়॥
ওহে নব ঘনশ্যাম, কেবল রসেরধাম,
কৈছেরহ করি মন ঝুরে।
চৈতন্য ভোলয়ে যায়, হেন অনুরাগ পায়,
তবে বন্ধু মিলয়ে অদূরে ॥

ভগবানে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। ভগবানে শরণাপত্তি করিলে আর কোন ভয় থাকে না। শরণাপত্তির ছয়টী লক্ষণ যথা (১) প্রাতিকূল্য

Digitized at BRCindia.com

বর্জ্জন, (২) আনুকূল্য মাত্র স্বীকার (৩) একমাত্র কৃষ্ণকে রক্ষক বলিয়া বিশ্বাস করা (৪) কৃষ্ণকে আপনার একমাত্র প্রতিপালক বলিয়া বরণ করা (৫) আমি কেহ নই, আমি ও আমার সকলই কৃষ্ণের (৬) আমি সর্ব্বাপেক্ষা দীন। প্রাতিকূল্য বর্জ্জন না করিলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি হয় না।

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যং ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

প্রাতিকূল্য অনেক প্রকার তন্মধ্যে প্রথমে নামাপরাধ বর্জ্জন।

নামাপরাধ দশ প্রকার। যথা ১। সাধুনিন্দা ২। শিবাদি দেবতাকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ দেবতা জ্ঞান। ভগবান এক বই দুই নহেন। অন্যান্য দেবতা হয় তাঁহার শক্তি কিম্বা তাঁহার ভক্ত। ৩। গুরুকে অবজ্ঞা ৪। শাস্ত্র নিন্দা (সৎশাস্ত্র নিন্দা) ৫। নামের মাহাত্ম্যকে প্রশংসা বলিয়া জানা। ৬। অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামের সমতা জ্ঞান। ৭ নামে-অর্থবাদ ৮। নামবলে পাপাচরণ। ৯। অশ্রদ্ধধান ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা ১০। নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে রুচি না জন্মিয়া অনিত্য দেহকে আমি এবং অনিত্য সংসারকে আমার এই বিবেচনা করিয়া তাহাতেই আসক্ত হওয়া। এই দশটি অপরাধ ত্যাগ না করিতে পারিলে নামের ফল যে প্রেম তাহা কেহ প্রাপ্ত হইতে পারে না।

আর কয়েকটী প্রাতিকূল্য বর্জ্জনপূর্ব্বক কল্যাণ লাভের উপদেশ শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর উপদেশামৃতে আছে যথা—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ, উপস্থের

Digitized at BRCindia.com

বেগ ও মনের বেগ এই ছয়টী যে ব্যক্তি বিশেষরূপে সহ্য করিতে সক্ষম হন তিনি এই সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে পারেন।

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥

অত্যাহার অর্থাৎ অধিক আহার বা সঞ্চয় চেষ্টা। প্রয়াস, ভক্তি বিরোধী চেষ্টা। প্রজল্প, অর্থাৎ গ্রাম্য কথা কিম্বা ভক্তি ভিন্ন অন্য কথা। নিয়মাগ্রহ ভক্তিপোষক নিয়ম গ্রহণ না করিয়া অন্য নিয়মের আগ্রহ, জ্ঞান কর্ম্মাদি নিয়মের আগ্রহ। জনসঙ্গ, শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গ ভিন্ন অন্য জনসঙ্গ অর্থাৎ অভক্ত সঙ্গ বা স্ত্রীসঙ্গ। লৌল্য অর্থাৎ নানা মতবাদীর সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত। এইগুলি ভক্তির বিরোধী অতএব ত্যাজ্য।

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

গঙ্গাজলে যদি বুদ্‌বুদ ফেন পঙ্ক থাকে কিম্বা মৃত্তিকা মিশ্রণ দ্বারা মলিন হয়, তথাপি তাহার ব্রহ্মদ্রবত্বরূপ পবিত্রতা নষ্ট হয় না, সেইরূপ ভক্তজনের যদি স্বভাবজনিত বা শরীরের কোন দোষ থাকে তাহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিবেক না? অর্থাৎ যদি নীচ কুলে জন্ম হয় কিম্বা কোন দুরারোগ্য পীড়া থাকে তাঁহাকে অপ্রাকৃত বোধে বিশেষ আদর করিতে হইবেক।

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যাপিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

অবিদ্যা পিত্তোপতপ্ত রসনাবিশিষ্ট বিষয়ীর নিকট কৃষ্ণনাম চরিতাদি কীর্ত্তনে রুচির অভাব হয়। এইজন্য নামের বিঘ্ন বলিয়া বোধ হয় কিন্তু আদরের সহিত নাম গ্রহণ করিতে করিতে ক্রমে অবিদ্যা ক্ষয় হয় তখন শ্রীনাম পরম স্বাদু হইয়া উঠেন। নামেই অবিদ্যা ক্ষয় করিয়া ফেলে।

Digitized at BRCindia.com

দৃষ্টান্ত পিত্তোপতপ্তরসনায় প্রথমে মিছরি ভাল লাগে না ক্রমশঃ মিশ্রি সেবন করিতে করিতে যত পিত্ত নাশ হয় ততই মিছরি ভাল লাগে। অতএব শ্রীনাম অনর্থময় ব্যক্তির নিকট প্রতিকূল বোধ হইলেও পরিত্যাগ করিতে হইবেক না।

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥

ভক্তিপোষক বা ভক্তির অনুকূল ব্যবহার। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, ভক্তিপোষক কার্য্যানুষ্ঠান এইগুলি ভক্তি অনুশীলনের অনুকূল। সঙ্গত্যাগ (অসৎ সঙ্গ) সদাচার সদ্বৃত্তি দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি হয়।

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুংক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিলক্ষণং॥

ভক্তিপোশক সাধুসঙ্গরূপ প্রীতি গ্রহণই ভক্তদের কর্ত্তব্য এই জন্যই ভক্তসঙ্গ প্রার্থনীয়। প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভক্তকে দেওয়া, ভক্তদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ করা, স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুপ্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করা, ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান এই ছয়টী প্রীতির লক্ষণ। সাধুর সহিত এইরূপ প্রীতির ব্যবহার করিলে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। অসাধুর সহিত এইরূপ প্রীতির ব্যবহার করিলে ভক্তি ক্ষয় হয়।

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশং।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা।

যাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিবে তাঁহাকে স্বসম্পর্ক বোধে মনে মনে আদর করিবে। কৃষ্ণনামে দীক্ষিত ব্যক্তি যদি হরি ভজনে প্রবৃত্ত থাকেন তাঁহাকে প্রণতি দ্বারা আদর করিবে। অন্য নিন্দাশূন্য মহাভাগবতগণকে

Digitized at BRCindia.com

ঈপ্সিত সঙ্গ জানিয়া কৃতার্থ বোধে শুশ্রূষা করিবে। এই প্রকার বৈষ্ণব সেবাই সর্ব্বার্থ সিদ্ধির মূল।

তন্নামরূপচরিতাদি সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনা মনসি নিয়োজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারঃ॥

মানসে ব্রজে বাস করিয়া ব্রজজনের অনুরাগ অনুকরণ করিয়া তাঁহারা যেমন কৃষ্ণসেবা করেন সেইরূপ মানসে সেবা করিবার উপদেশ এই শ্লোকটীতে আছে।

নামরূপ চরিতাদির সুন্দর কীর্ত্তন ও স্মরণ বিধিযোগে রসনা ও মনকে নিযুক্ত করিয়া ব্রজে বাস পূর্ব্বক ব্রজরসানুরাগী জনের অনুগত হইয়া নিখিল কাল যাপন করিবে। এই মানস সেবায় মানসে ব্রজবাসেরই প্রয়োজনীয়তা। মানস সেবায় এই কয়েকটী কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া সাধনা করিতে হইবে। যথা স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি ও সমাধি। স্মরণে চিত্তের বিক্ষেপ থাকে, মন বশ না থাকায় অন্যদিকে ধাবিত হয়। তাহাকে বশ করিয়া ইচ্ছামত চিন্তা করিতে পারিলে অর্থাৎ বিক্ষেপ শূন্য হইতে পারিলে দ্বিতীয় ধারণা হয়। ৩য় ধ্যান বিক্ষেপশূন্য হইয়া ধ্যাত বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গ ভাবনাই ধ্যান। ৪র্থ সর্ব্বকালে ধ্যানই অনুস্মৃতি। ৫ম ব্যবধান রহিত সম্পূর্ণ নৈরন্তর্য্যই সমাধি। সমাধিতে ধ্যাত বিষয়ের সহিত তন্ময় হইয়া যায় অর্থাৎ আত্মস্মৃতি থাকে না।

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাৎ
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাৎ তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

ভজন স্থান মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তথায় স্থূলদেহে বা লিঙ্গদেহে নিরন্তর বাস করা ও পূর্ব্বোক্ত ভজন প্রণালী অবলম্বন করা উচিত।

Digitized at BRCindia.com

কেবল স্থূলদেহে বাস করিয়া মন অন্য চিন্তায় নিমগ্ন করিলে রাধাকুণ্ড বাস করিলেও ভজন হইবে না। অন্যত্র থাকিয়াও মানসে লিঙ্গদেহে রাধাকুণ্ডে অবস্থিতি করিলেও ভজন হইবেক। তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীনিবাস আচার্য্যের মানস ভজন চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণজন্মনিবন্ধন ঐশ্বর্য্যময় পরমব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠা। মথুরামণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসব নিবন্ধন বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার রমণস্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্দ্ধন নিকটস্থ শ্রীমদ্রাধাকুণ্ড বিরাজমান তথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের বিশেষতঃ আপ্লাবন নিবন্ধন তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন্ ভজনবিবেকী পুরুষ সেই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবেন।

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

জগতে যত প্রকার সাধক আছে সর্ব্বাপেক্ষা রাধাকুণ্ডতটবাসী ভজন কারী শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণ প্রিয়। অর্থাৎ যাঁহারা রাধাকুণ্ড তটস্থিত যুগলে একাগ্রমনে সাক্ষাৎ ভজন করেন তাঁহারাই কৃষ্ণ প্রিয়। স্থূল শরীরে অন্যত্র অবস্থানেও যদি রাধাকুণ্ডতটবাসী মনে করিয়া মানসে রাধাকৃষ্ণ ভজন করেন তাহারাও কৃষ্ণপ্রিয়। ভজনের ক্রম যথা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মা হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ মধ্যে প্রেমনিষ্ঠভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্তগণের মধ্যে ব্রজগোপী গণ কৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপীমধ্যে রাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ রাধিকা প্রিয় সেইরূপ তদীয় কুণ্ড ও কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

Digitized at BRCindia.com.

সুতরাং যাঁহার পরম সুকৃতি থাকে তিনি অবশ্য রাধাকুণ্ডে বাস করত কৃষ্ণের অষ্টকাল ভজন করিবেন।

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোপি রাধা-
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥

রাধিকা কৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়বসতি এবং অন্য প্রিয়াগণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। মুনিগণ শাস্ত্রে সেইরূপ উৎকর্ষ রাধাকুণ্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। কেবল সাধন ভক্তদিগের ত কথাই নাই যে প্রেম নারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষে দুর্ল্লভ, তাহা অনায়াসে ভক্তিপূর্ব্বক রাধাকুণ্ডে স্নান করিলে সেই কুণ্ড প্রদান করেন। সুতরাং রাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজন পরায়ণদিগের শ্রেষ্ঠতম বাসযোগ্য স্থান। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া রাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসীভাবে, অবস্থিতি করত বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই মধুর রসাশ্রিত শ্রীচৈতন্য চরণানুগ ব্যক্তির ভজন চাতুরী। রাধাকুণ্ডের স্বাভাবিক মাহাত্ম্য বর্ণন দ্বারা সাধকের চিত্তে দৃঢ়তা উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে এই শ্লোকের অবতারণা।

এই মানস সেবাই ভজনের চরম উপদেশ। নিত্য বৃন্দাবনে স্থূলদেহ পতনের পর যেরূপ ভাবে শুদ্ধ অন্তরঙ্গভক্ত কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত হইবেন তাহারই আরম্ভ এই মানস সেবা। এই মানস সেবার তাৎপর্য্য এই যে বাহ্য জগতের সহিত সম্পর্ক রহিত হইয়া আত্মাকে অপ্রাকৃত সখীর অনুগত করিয়া যুগল সেবায় নিযুক্ত করা। এই মানস সেবার বিষয় শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ইহা প্রাকৃত স্থূল দেহের দ্বারা সেবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

Digitized at BRCindia.com

পদ্মপুরাণে কথিত আছে একজন ব্রাহ্মণ মানসে পরমান্ন রাঁধিয়া কৃষ্ণের ভোগ দিবার কালীন উত্তপ্ত পরমান্নে তাঁহার অঙ্গুলী স্পৃষ্ট হয়। তাহাতে গরম বোধ হওয়ায় ধ্যানভঙ্গে চমকিয়া উঠিয়া দেখেন যে তাঁহার অঙ্গুলিতে গরম লাগায় ফোস্কা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঐ মানস সেবার বিষয় বর্ণিত আছে। মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন গমন করেন তখন নকুল ব্রহ্মচারী নবদ্বীপ হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত মানসে উত্তম মনোমত রাস্তা করিয়া প্রভুকে লইয়া যাইতেছিলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ ফুল গাছ, প্রভুর পদে ক্লেশ হইবে বলিয়া রাস্তায় ফুল ছড়ান। এইরূপে কানাই নাটশালা পর্য্যন্ত লইয়া আসিলেন, পরে ধ্যান ভঙ্গ হইল আর রাস্তা হইল না। তখন তিনি সকলকে বলিলেন, প্রভু এবার বৃন্দাবন যাইবেন না। কানাই নাটশালা হইতে ফিরিবেন। বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল। প্রভুর সেবার বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই, সনাতনকে ও রূপকে উদ্ধার করিয়া নীলাচলে ফিরিয়া গেলেন। স্থূল দেহে যে শ্রীমূর্ত্তি সেবা, অপ্রাকৃত অনুভবের অভাব হইলে তাহাও অভ্যাসমাত্র। আমাদের ইন্দ্রিয় সকল বহির্বিষয় অনুশীলন করিয়া থাকে বলিয়া কৃষ্ণানুশীলনে অক্ষম। সেই ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়ে যদি পরোপানুভূতি হয় তবে তদ্দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ হয় না এবং একই উদ্যমে পরানুশীলন ও প্রত্যাহার হয়। এইরূপ করিতে করিতে বাহ্যানুশীলন খর্ব্ব হইলে মানসসেবা সুন্দররূপে হইবে। দৃষ্টান্ত যথা বালিকারা পুতুল খেলা করে, পুতুলের বিবাহ দেয়, ভোজ করে, অন্নপ্রাশন করে এইরূপে খেলা করে। বিবাহ হইলে যখন স্বামীর ঘর করে তখন পুতুল খেলায় যে কার্য্যগুলি করিত, গৃহে আসিয়া সেইগুলিই প্রকৃতরূপে করে। বাল্যাবস্থায় যে গুলি খেলা ছিল বড় হইলে প্রকৃত রূপে সেইগুলিই করিতে হয়। মানস সেবাও তদনুরূপ। স্থূল দেহে অপ্রাকৃত অনুভব সহ যে শ্রীমূর্ত্তি সেবা করা যায় তদ্রূপ মানস সিদ্ধ দেহে চিদ্ধামে চিন্ময় সঙ্গিনীর সহিত চিন্ময় রাধাকৃষ্ণের সেবা করিতে হয়।

Digitized at BRCindia.com

নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলি নাম করিবার পূর্ব্বে এবং নাম করিবার সময় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং ইহার ভাবার্থ উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে এবং ইহার সত্যতার বিষয় যদি সন্দেহ থাকে উপযুক্ত তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবের নিকট বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাতে সম্বন্ধ অভিধেয় এবং প্রয়োজন তত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত আছে।

১। পরমাত্মা বিভুচৈতন্য, জীবাত্মা অনুচৈতন্য। পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ সূর্য্য স্বরূপ, জীবাত্মা ঐ সূর্য্যের কিরণকণা মাত্র। সমুদ্রের যেমন একবিন্দুজল, এবং পৃথিবীর যেমন এককণা বালুকা, পরমাত্মায় তদ্রূপ তুলনা হয়।

২। জড় জগতে বিশেষ নামক একটী ধর্ম্ম আছে, তাহাতে একবস্তু অন্যবস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়া জানা যায়, যথা স্বর্ণ রৌপ্য হইতে পৃথক্, মৃত্তিকা বালুকা হইতে পৃথক্ ইত্যাদি তদ্রূপ চিজ্জগতে বিশেষ নামক একটী ধর্ম্ম আছে। যাহাতে বিভু চৈতন্য অনু চৈতন্য হইতে পৃথক এবং অনুচৈতন্য সকল পরস্পর পৃথক্। এই জড় জগতটী চিৎ বা চৈতন্য জগত হইতে ভিন্ন। জীব চৈতন্যময় এবং স্বাধীন ক্রিয়া বিশিষ্ট; জড় চৈতন্যহীন এবং চৈতন্যের দ্বারা চালিত হয়। এই জড় জগতটী চৈতন্যের অবস্থানোপযোগী পীঠ বা আধার।

৩। এই জড় জগতটী চিজ্জগতের ছায়া বা প্রতিবিম্ব। চিজ্জগতের সমস্তরস জড়জগতে আছে। চিজ্জগতে সমস্ত আনন্দময়; এই জড়জগতে (মায়াদ্বারা) আনন্দটী বিকার প্রাপ্ত হইয়া সুখ দুঃখরূপে পরিণত হইয়াছে। সেই জন্য এই জড়জগৎটী সুখদুঃখের পীঠস্থান বা আধার।

৪। এই জড়জগতটী জীবাত্মার নিত্য বাসোপযোগী স্থান নয়। কেবল বদ্ধাবস্থায় উহা জীবাবাস মাত্র; জীব শুদ্ধ চিদ্বস্তু কি প্রকারে জড়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে তাহা চিন্তাদ্বারা স্থির করিতে পারা যায়

Digitized at BRCindia.com

না। বদ্ধ জীব সকল কেহ জড়সুখে আবদ্ধ আছেন, কেহ চিৎসুখ অন্বেষণ করিতেছেন।

৫। কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগরূপ স্বাভাবিকী প্রবৃত্তিই জীবের স্বধর্ম্ম নিত্যধর্ম্ম। বদ্ধাবস্থায় সেই অনুরাগটী বিকৃত হইয়া বিষয় রাগ হইয়াছে। এই বিষয় রাগই অনর্থের কারণ।

৬। স্বধর্ম্মের স্বরূপাবস্থিতির নাম মোক্ষ। তাহা সাধন ভক্তির দ্বারা লভ্য হয়। (ভগবানে অনুরাগ জীবের স্বধর্ম্ম)

৭। স্বধর্ম্মানুশীলন অথাৎ ভক্তি সাধন নানা প্রকার। তন্মধ্যে কতকগুলি সাক্ষাৎ ও কতকগুলি গৌণ।

৮। স্বরূপ প্রাপ্তি (অর্থাৎ ভগবানে প্রেম প্রাপ্তি) যে সকল অনুশীলনের চরম উদ্দেশ্য বা ফল এবং অন্য ফলের সম্ভাবনা নাই তাহাই সাক্ষাৎ।

৯। যে সকল অনুশীলনের দ্বারা দেহ সম্বন্ধে কোন অবান্তর ফল প্রাপ্তি সংঘটন হয় সে সকল গৌণানুশীলন। যথা দেহ, মন, ইন্দ্রিয় বশীভূত করিবার জন্য যত সদাচার, বৈরাগ্য, প্রভৃতি উপায় অবলম্বিত হয় তাহা গৌণানুশীলন।

১০। সমাধিই প্রধান সাক্ষাৎ অনুশীলন। তৎপোষক জীবন নির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্ম সকলকে প্রধান গৌণানুশীলন বলিয়া বুঝিতে হইবেক।

১১। সমাধি যোগে ব্রজ ভাবগত রসাশ্রিত কৃষ্ণানুশীলনই জীবের নিয়ত কর্ত্তব্য, যেহেতু ঐ ভাবটী জীবের প্রাপ্য বিষয়। জড় জগতে পরিবারের মধ্যে মনুষ্যেরা যে জড় রসের অনুশীলন করে তাহা ব্রজের রসের ছায়া মাত্র। ছায়াতে বস্তুর শুদ্ধ ভাব থাকেনা সেই জন্য জড়রস হেয় ও অনিত্য। কিন্তু এই ছায়া রস অনুশীলনের অনেকের মন এত

Digitized at BRCindia.com

যে শুদ্ধব্রজ রসের অনুশীলন করিতে গেলেও ছায়া মাত্র হইয়া পড়ে এ বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকা উচিত। কারণ ব্রজের রসে প্রেম হয় এবং ছায়া জড়রসে হৃদ্‌রোগ অর্থাৎ কাম জন্মে।

১২। অধিকার ভেদে পরম মাধুর্য্য স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় মধুর রসের আলোচনাই চরম কর্ত্তব্য। কিন্তু অনধিকারীরা যদি মধুর রসের আলোচনা করেন তবে তাহাতে জড়েন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয় মাত্র অর্থাৎ হৃদ্রোগ বৃদ্ধি হয়, প্রেম হয় না।

এই দ্বাদশটী তত্ত্বের মধ্যে, প্রথম চারিটী তত্ত্বে কেবল সম্বন্ধ জ্ঞান সঙ্কলিত হইয়াছে। পঞ্চম হইতে দশম তত্ত্ব পর্য্যন্ত জীবের কর্ত্তব্য নিরূপিত হইয়াছে। শেষ দুইটী তত্ত্বে কেবল জীবের চরম প্রয়োজন রূপ পরম ফলের উদ্দেশ আছে।

দশম তত্ত্বে যে সমাধির কথা বলা হইয়াছে তাহার সাধনাই উপাসনা ধর্ম্মের চরম প্রয়োজন। প্রত্যাহার বা বৈরাগ্যের দ্বারা জড়াসক্তি হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাকে পরমাত্মতত্ত্বে স্থাপন অর্থাৎ ব্যবধান রহিত করিতে পারিলে অনেক গুলি সত্য সমাধি দ্বারা নির্ণীত হয়। সাধকেরা আপনাপন আত্মায় পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলে সত্যতা বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিবেন। ঐ আত্ম প্রত্যক্ষ বা সহজ সমাধি দ্বারা জীবের নিত্য ধাম বৈকুণ্ঠ ও নিত্য ক্রিয়া কৃষ্ণদাস্য সততই সাধু দিগের প্রতীত হয়। আত্মা যখন সহজ সমাধি অবলম্বন করেন তখন প্রথমে আত্মবোধ, দ্বিতীয়ে আত্মার ক্ষুদ্রতা বোধ, তৃতীয়ে আশ্রয় বোধ, চতুর্থে আশ্রয় ও আশ্রিতের সম্বন্ধ বোধ, পঞ্চমে আশ্রয়ের গুণ কর্ম্মাত্মক স্বরূপগত সৌন্দর্য্য বোধ, ষষ্ঠে আশ্রিত গণের পরস্পর সম্বন্ধ বোধ, সপ্তমে আশ্রিতগণ ও আশ্রয়ের সংস্থানরূপ পীঠ বোধ, অষ্টমে তদ্‌গত অবিকৃত কাল বোধ, নবমে আশ্রিত গণের ভাবগত নানাত্ব বোধ,

Digitized at BRCindia.com

দশমে আশ্রিত ও আশ্রয়ের নিত্য লীলাবোধ, একাদশে আশ্রয়ের শক্তি বোধ, দ্বাদশে আশ্রয় শক্তি দ্বারা আশ্রিত গণের উন্নতি ও অবনতি বোধ, ত্রয়োদশে অবনত আশ্রিত গণের স্বরূপ ভ্রম বোধ, চতুর্দ্দশে তাহাদের পুনরুন্নতি করণ রূপ আশ্রয়ানুশীলন বোধ, পঞ্চদশে অবনত আশ্রিতজনের আশ্রয়ানুশীলন দ্বারা স্বস্বরূপ পুনঃ প্রাপ্তিবোধ ইত্যাদি অনেক অচিন্ত্য তত্ত্বের বোধোদয় হয়। যাহার সহজ সমাধিতে যতদূর বিষয় জ্ঞান মিশ্রিত থাকে তিনি তত অল্পদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পান। বিষয় জ্ঞানের মন্ত্রী যুক্তির সাহায্য লইতে গেলে সমাধির সত্য সকল দেখিতে পাইবে না। অতএব যুক্তিকে তাহার নিজাধিকারে আবদ্ধ রাখিয়া যিনি যতদূর সহজ সমাধির উন্নতি করিতে সমর্থ হন, তিনি ততদূর সত্য ভাণ্ডার খুলিয়া অনির্ব্বচনীয় অপ্রাকৃত সত্য সকল সংগ্রহ করিতে পারেন।

ব্রহ্মসংহিতায় শেষ পাঁচটি শ্লোকে ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন হে বৎস যদি মহত্ব বিজ্ঞানে প্রজাসৃষ্টি করিবে তবে নিম্নের পাঁচটি শ্লোকের অর্থ উত্তম রূপ বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে। ভগবান্ ব্রহ্মাকে কহিলেন

ব্রহ্মন্ মহত্ববিজ্ঞানে প্রজা-সর্গে চ চেন্মতিঃ।
পঞ্চ শ্লোকীমিমাং বিদ্যাঃ বৎস তত্তাং নিবোধ মে॥

১। প্রবুদ্ধে জ্ঞানভক্তিভ্যামাত্মন্যানন্দচিন্ময়ী।
উদেত্যনুত্তমা ভক্তির্ভগবৎপ্রেমলক্ষণা॥

২। প্রমাণৈস্তৎ সদাচারৈস্তদভ্যাসৈর্নিরন্তরং।
বোধয়ন্নাত্মনাত্মানং ভক্তিমপ্যুত্তমাং লভেৎ।

৩। যস্যাঃ শ্রেয়স্করং নাস্তি যয়া নির্বৃতিমাপ্নুয়াৎ।
যা সাধয়তি মামেব ভক্তিং তামেব সাধয়েৎ॥

৪। ধর্ম্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্।
যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥

Digitized at BRCindia.com

কুর্ব্বন্নিরন্তরং কর্ম্ম লোকোঽয়মনুবর্ত্ততে।
তেনৈব কর্ম্মণা ধ্যায়ন্ মাং পরাং ভক্তিমিচ্ছতি॥

৫। অহং হি বিশ্বস্য চরাচরস্য বীজং প্রধানং প্রকৃতেঃ পুমাংশ্চ।
ময়া হি তং তেজ ইদং বিভর্ষি বিধে বিধেহি ত্বমথো জগন্তি॥

১। শ্লোকানুবাদ। সম্বন্ধ জ্ঞান ও সাধন ভক্তি দ্বারা স্বস্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইলে আত্মাতে অনুত্তমা চিন্ময়ী ভক্তির উদয় হইবে।

২। প্রমাণ (অর্থাৎ শাস্ত্র প্রমাণ বা সাধু মুখের প্রমাণ) সদাচার সাধুদের আচার, সেই সব সদাচার পালনের দ্বারা অভ্যাস করিয়া, আত্মার স্বরূপ ভাব অবগত হইলে, উত্তমা ভক্তির উদয় হয়।

৩। সাধন ভক্তির সাধন করিতে করিতে যখন জড়াসক্তি রহিত হয় এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় তখন প্রেম ভক্তির উদয় হয় এবং পরানন্দ লাভ করে এবং আমাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। প্রেমই জীবকে ভগবানের সহিত সংযুক্ত করে।

৪। অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের ভজন কর; যেরূপ যেরূপ শ্রদ্ধার উন্নতি হইবে, কার্য্য সিদ্ধি সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে নিষ্ঠা, পরে রুচি, পরে আসক্তি, পরে ভাব, তার পর প্রেম। এইরূপ ক্রমে উদয় হইবে। লোক সকল কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মের অনুগমন করে। কিন্তু সেই কর্ম্ম করিবার সময় যদি আমাকে বিস্মৃত না হয়, অর্থাৎ ভগবানকে না ভুলা যায় অর্থাৎ ভগবানের তুষ্টির জন্য এই কর্ম্ম করিতেছি এইটী স্মরণ থাকে তবে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি লাভ করিয়া উত্তমা ভক্তি লাভ করে।

৫। আমিই এই চরাচর বিশ্বের বীজ, আমিই প্রকৃতি, আমিই পুরুষ, আমিই প্রধান, তুমি যে তেজ বা শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা আমিই তোমাকে দিয়াছি। সেই তেজ বা শক্তি দ্বারা জগৎ বিধান কর॥

Digitized at BRCindia.com